দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... AUG 27 1999 ...
পৃঃ ১১ কলাম ৬ .....

65

২০০১ সালের মধ্যে গ্রেড পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

'বাংলাদেশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ঃ প্রতিকার ও প্রতিরোধ' শীর্ষক কর্মশিবিরে বক্তারা প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার নায়েম মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার যৌথ উদ্যোগে এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত কর্মশিবিরে বক্তারা এ অভিমত দেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এটিএম শরীফ উল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশিবিরে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। 'পরীক্ষায় দুর্নীতি ঃ প্রতিকার ও প্রতিরোধ' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ পড়েন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক হারুন হাবীব। মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সাংবাদিক এবিএম মূসা, এম আর আকতার মুকুল, আবেদ খান, মুনীরুজ্জামান, সোহরাব হাসান, ফকরুদ্দিন, শামসুদ্দিন আহমদ, জগলুল আহমেদ চৌধুরী, অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদ, হোসনে আরা শাহেদ, মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী, শফি আহমেদ, মফিদুল হক, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এছাড়াও প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সরাসরি জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেশকে শিক্ষিত করা, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা। দশ বছর পড়ার পর মাধ্যমিক পরীক্ষায় এতো ছেলেমেয়ে অকৃতকার্য হবে কেন? কেনই-বা কৃতকার্য হওয়ার জন্য নকলের আশ্রয় নিতে হবে? শ্রেণীকক্ষে ঠিকমত পড়ানো হলে তো বর্তমান অবস্থা তৈরি হওয়ার কথা নয়।

শিক্ষামন্ত্রী প্রচলিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, আগামী ২০০১ সালের মধ্যে গ্রেড পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা চালু হবে। ওই পদ্ধতি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নয় মন্তব্য করে বলেন, জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এবিএম মূসা পরীক্ষা পদ্ধতিতে ডিভিশনের পরিবর্তে গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করা, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানান।

এম আর আকতার মুকুল স্কুল পর্যায়ের সিলেবাসে কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ক্যাডেট কলেজের পরীক্ষা ক্যাডেট কলেজে না নিয়ে অন্য স্কুল-কলেজের মতো ভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।

সোহরাব হাসান বলেন, স্বাধীনতার পর থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্গতির সূচনা। দিনে দিনে তা আশংকাজনকভাবে বেড়েছে। নকল বন্ধে ২৩টি পদক্ষেপ নিলে ছাত্ররা নকল করার ৫৬টি কৌশল করে। তিনি স্কুলের শিক্ষকদের নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়ে বলেন, একটি ছেলেকে ১২ বছর ইংরেজি পড়ানোর পর যখন ছেলেটিকে একটি চিঠি লেখা শেখানো গেল না, তখন এ শিক্ষাব্যবস্থার দরকারটা কি?

মুনীরুজ্জামান চাকরির ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফলের অতিমূল্যায়নের ব্যবস্থা বাদ দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে শিক্ষার নামে নোটবই, সাজেশন ইত্যাদি প্রকাশের সমালোচনা করেন। পরীক্ষা পদ্ধতি রাতারাতি পরিবর্তন করা যাবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, কাজটি দীর্ঘ সময় নিলেও শুরুটা এখনই করতে হবে।

আবেদ খান বলেন, পরীক্ষার্থী হলে নকল থাকবেই। পরীক্ষার্থীকে শিক্ষার্থীতে রূপান্তর করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন আহমদ বলেন, এখনো সম্ভাবনা আছে। আমেরিকায় যেখানে ৩ জন মানুষে ১ জন পুলিশ লাগে, সেখানে আমাদের দেশে ২৬ হাজার মানুষের জন্য আছে ১ জন পুলিশ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসুখগুলো সারিয়ে তুলতে হবে। আর নকল চাই না, অবিকল চাই।

মফিদুল হক নকলের জন্য ঢালাওভাবে গ্রামের ছাত্রছাত্রী ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অভিযুক্ত করার বিরোধিতা করে বলেন, গ্রাম তো অসংখ্য বঞ্চনার শিকার। ভাল বই নেই, ভাল শিক্ষক নেই, জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রেও সুযোগ কম পায়। সে কারণেই হাজারটা কৌশল করে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে চায়। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার আহ্বান জানান।

অধ্যক্ষা হোসনে আরা শাহেদ কোচিং সেন্টার বন্ধ করার দাবি জানান।

অধ্যাপক শফি আহমেদ শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, একজন বিসিএস পরীক্ষার্থী কিভাবে জেনে যায় তার খাতা কোন্ শিক্ষকের কাছে আছে?

হারুন হাবীব তার মূল প্রবন্ধে নকল প্রবণতা রোধে ৯টি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপন করে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক বিকাশ বন্ধ করা, নকলে সাহায্যকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ করার আহ্বান জানান।